গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

এবং

সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৫

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৬

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৯

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালন মুনাফা যথাক্রমে ৫৫৫, ৮১৩ এবং ৮৩২ কোটি টাকা। একই সময়ে আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৯৪০৫, ৫৩০৩৫ এবং ৬২১৯৩ কোটি টাকা, ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬৫৮৭, ৩১৯১২ এবং ৩৯৫৭৫ কোটি টাকা, ইক্যুইটির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬৫৮, ৪০৭৪ এবং ৪১৫৯ কোটি টাকা, মোট সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ৬২৩৫৭, ৬৭৩৯২ এবং ৭৮৯১৫ কোটি টাকা, ইনওয়ার্ড রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১২০২২, ১০৬০৫ এবং ১২৬৮০ কোটি টাকা, শাখা সম্প্রসারণ যথাক্রমে ৯৩৫, ৯৪২ এবং ৯৫২টি, অনলাইন শাখা যথাক্রমে ৯৩৪, ৯৪২ এবং ৯৫২টি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে পরপর সাতবছর শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। ২০১৮ সালে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ৮৯২ কোটি টাকা নীট সুদ আয় অর্জন করেছে, যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম সহজিকরণ প্রকল্পের আওতায় a2i সফটওয়্যারের উদ্ভাবক, যা আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য বাংলাদেশ থেকে মনোনীত হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

শুদ্ধাচার ও সুশাসন নিশ্চিতপূর্বক অনিয়মে জিরো টলারেন্স প্রদর্শন এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ জনশক্তি গড়া। ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধে অনীহা এবং মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা, রীট মামলা দায়েরের প্রবনতা ও রীট ভ্যাকেটে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এবং CIB Stay থাকাতে ব্যাংকের ঋণ আদায় কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হওয়া। আমদানী, রপ্তানী এবং ফরেন্স রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ। গ্রাহকদের নতুন নতুন চাহিদা এবং স্বল্প সময়ে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন ও সময়োপযোগী IT Software প্রচলন ও উহার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ব্যাংকিং সেবা বহির্ভূত জনগণকে ব্যাংকিং সেবা তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করণ। Basel-III অনুযায়ী ব্যাংকের মূলধন সংরক্ষণ করা সহ শ্রেণীকৃত ঋণ সন্তোষজনক পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং লোকসানী শাখা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সরকারি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত, সরকারের রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SGD) বাস্তবায়নকল্পে দক্ষ ও জবাবদিহিতা মূলক ব্যাংকিং পরিচালনার মাধ্যমে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। সুদবিহীন ও স্বল্পসুদবাহী আমানত ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করা। অধিক পরিমান ভাল ঋণ প্রদানের পাশাপাশি নগদ আদায়ের পরিমান বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা। ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করা। নতুন প্রডাক্ট ও সার্ভিস চালুকরণ অব্যাহত রাখা এবং বিদ্যমান প্রডাক্ট ও সার্ভিস সমূহকে সময়োপযোগী সুবিন্যস্ত করা। বিদ্যমান জনবলকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা, নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা। মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং এজেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি, ATM সার্ভিসের সম্প্রসারণের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে জনগনের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া। ব্যাংকের এমআইএস ও আইসিটি এর সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ প্রতিনিয়ত চাহিদা মাফিক তথ্যসমূহ হালনাগাদ রাখা এবং ব্যাংকের ওয়েব সাইট নতুন আঙ্গিকে সাজানো।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- সুদবিহীন ও স্বল্পসুদবাহী আমানত ৫৫% এ উন্নীতকরণ ও মূলধন পর্যাপ্ততার হার ১০% সংরক্ষণ।
- শ্রেণীকৃত ঋণ হতে ৪০০ কোটি টাকা নগদ আদায় এবং অবলোপনকৃত ঋণ হতে ৭৫ কোটি টাকা নগদ আদায়।
- বিদ্যমান ৯৫২ টি শাখাসহ ভবিষ্যতে খোলা হবে এমন সকল শাখায় অন-লাইনের সুযোগ ব্যাপকভাবে ব্যবহার।
- ৮১০ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা অর্জন এবং ৬৮০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ ও ৪০০০ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

এবং

সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুন.. মাসের ২০. তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা, গুণগতমান, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উত্তম গ্রাহক সেবা এবং স্থিতিশীল তারল্য সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে দেশের নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে পরিগণিত হওয়া।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত, রূপকল্প ২০২১ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SGD), অন্যান্য কৌশলগত দলিল, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার সাথে পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনপূর্বক ব্যবসায়িক নীতি ও পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাহক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী উভয়ের কল্যাণ সাধন করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ঋণ ও অগ্রিম বিতরণসহ সামাজিক নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধিকরণ
২. ব্যাংকের নন-পারফরমিং ঋণ সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা
৩. ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন
৪. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারন এবং আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন এবং সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার।
৫. ঝুঁকি হ্রাস ও আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করণ।
৬. ব্যাংকের আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা সুসংহতকরণ।
৭. নারী উদ্যোক্তাদের ঋন সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন
৮. গৃহনির্মাণ ঋন সম্প্রসারনের মাধ্যমে মানসম্মত বাসস্থানের সংস্থান করা

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. সরকারি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত, সরকারের রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SGD) বাস্তবায়নকল্পে দক্ষ ও জবাবদিহিতা মূলক ব্যাংকিং পরিচালনা।
২. সুদবিহীন ও স্বল্পসুদবাহী আমানত সংগ্রহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ।
৩. পরিকল্পিত ও গুণগত মান সম্পন্ন ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ।
৪. ব্যাংকিং সেবার আওতা বহির্ভুত জনগণকে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনয়ন।
৫. ডিজিটালাইজড ব্যাংকিং।
৬. নতুন ঋণ শ্রেণীকরণ রোধ ও শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরণ।
৭. শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ নগদ আদায়।
৮. আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া।
৯. গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন।
১০. আর্থিক শৃঙ্খলার মান উন্নয়নের মাধ্যমে মজবুত আর্থিক ভিত্তি গঠনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি।